আল-জ্বিন | Al-Jinn | ٱلْجِنّ

আয়াতঃ ৭২ : ১৩

আরবি মূল আয়াত:

وَّ اَنَّا لَمَّا سَمِعنَا الهُدٰى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَن يُّؤمِن بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخسًا وَّ لَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

অনুবাদসমূহ:

‘আর নিশ্চয় আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম, তখন তার প্রতি ঈমান আনলাম। আর যে তার রবের প্রতি ঈমান আনে, সে না কোন ক্ষতির আশংকা করবে এবং না কোন অন্যায়ের’। — আল-বায়ান

আরো এই যে, আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনতে পেলাম, তখন তার উপর ঈমান আনলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের উপর ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি বা যুলমের ভয় থাকবে না। — তাইসিরুল

আমরা যখন পথ নির্দেশক বাণী শুনলাম তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি কিংবা জোর জবরদস্তির আশংকা থাকবেনা। — মুজিবুর রহমান

And when we heard the guidance, we believed in it. And whoever believes in his Lord will not fear deprivation or burden. — Sahih International

১৩. এও যে, আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম তাতে ঈমান আনলাম। সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবে না।(১)

(১) بخسশব্দের অর্থ প্রাপ্য অপেক্ষা কম দেয়া এবং رهقশব্দের অর্থ যুলুম করা, অত্যাচার করা। উদ্দেশ্য এই যে মুমিনের প্রতিদান কম দেয়া হবে না এবং আখেরাতে তার উপর যুলুম করে কিছু বাড়িয়ে দেওয়াও হবে না। [ইবন কাসীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

(১৩) আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনলাম, তখন তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবে না। [1]

[1] অর্থাৎ, না এই আশঙ্কা আছে যে, তাদের সৎকর্মসমূহের প্রতিদানে কোন কমি করা হবে, আর না এই ভয় আছে যে, তাদের অসৎকর্মসমূহকে বর্ধিত করা হবে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=5460

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন